গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০
www.ccb.gov.bd

স্মারক নাম্বার- ২৬.১২.০০০০.১০৬.৯৯.০৩০.২৩-৭০৩ তারিখ: ২১-০৯-২০২৩

বিষয়: বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের যৌথ সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত স্টেকহোল্ডার কনসালটেশনের রেকর্ড অব নোটস।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের যৌথ সহযোগিতায় ১৭.৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১:০০ মিনিটে কমিশনের সভাকক্ষে স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্টেকহোল্ডার কনসালটেশনে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের ০৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন, ২ জন সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন (উপস্থিতির তালিকা 'পরিশিষ্ট ক' তে সংযুক্ত করা হলো)।

০২। পারস্পরিক পরিচিতি এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সভার কাজ আরম্ভ করা হয়। অতঃপর বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে কমিশনের সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনার পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষে জনাব তাহমিনা বেগম, সহকারী পরিচালক অধিদপ্তরের কার্যক্রমের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন। উক্ত উপস্থাপনাদ্বয়ের পর বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন প্রতিযোগিতা আইন এবং কমিশন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর বিবরণ তুলে ধরেন। এগুলো এখন ফলোআপ করা হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জনাব এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষে জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ, বাজার মনিটরিং, জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, প্রচার/প্রচারাভিযান ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

০৩। বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়ঃ-

(৩.১) প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর বিভিন্ন দিক এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। এ ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর কমিশন কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবনার ফলোআপ করা যেতে পারে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বিতভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।

(৩.২) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন থেকে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে কমিশনের উপযুক্ত প্রতিনিধি যোগদান করতে পারেন;

(৩.৩) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অনুসন্ধান কাজ উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বাজার/এলাকায় কমিশনের প্রস্তাবনা ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় অভিযান পরিচালনা করা যেতে পারে;

(৩.৪) ডাটা/ইনফরমেশন শেয়ারিং, সেনসিটাইজেশন, জয়েন্ট টাস্ক টিমে অভিযান পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন যৌথ সমন্বয়ের ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে। জয়েন্ট টাস্ক টিম হিসেবে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের আসন্ন বগুড়া, রংপুর, নীলফামারী ট্যুরে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের একজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন;

(৩.৫) মার্কেট ব্যবস্থাপনার দূর্বল দিক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মার্কেট ফেলিওর বিষয়ে উভয় প্রতিষ্ঠান গবেষণাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করতে পারে;

(৩.৬) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে খুচরা পর্যায়ে প্রাপ্ত অনিয়ম/ত্রুটির ভিত্তিতে অসাধু প্রতিষ্ঠানকে প্রচলিত আইনের আওতায় আনয়নের বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন রবারব সুপারিশ প্রেরণ;

(৩.৭) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের রুজুকৃত মামলাসমূহের বিচারিক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে সেগুলোর ফলাফল সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থা করা;

(৩.৮) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের তথ্য-উপাত্ত, ভিডিও ক্লিপ ইত্যাদি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে;

(৩.৯) কমিশনের রুজুকৃত মামলাসমূহের বিচারিক কার্যক্রমে প্রয়োজনে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিকে কমিশনে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো যেতে পারে।

(৪.০) কোমল পানীয় এবং বোতলজাত খাবার পানির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে কমিশন এবং জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

২১.৯.২০২৩

(প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী)
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

স্মারক নাম্বার- ২৬.১২.০০০০.১০৬.৯৯.০৩০.২৩- ৭০৩ তারিখ: ২১-০৯-২০২৩

বিতরণ (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে) :

০১। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২। মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
০৩। সদস্য (সকল), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা (সদস্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৪। চেয়ারপার্সন মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী (চেয়ারপার্সন মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৫। অফিস কপি।

২১.৯.২০২৩

(প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী)
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন